করার দাবি করেছে ২০১৪ সাল থেকে। কিন্তু সপ্তম বেতন কমিশন সুপারিশ করেছে, ২০১৬ সাল থেকে। কর্মচারী-স্বার্থবিরোধী সুপারিশের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী, বীমা, প্রতিরক্ষা, রেল সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় সরকারী সংগঠনগুলি যৌথভাবে আন্দোলন-ধর্মঘটের কর্মসূচী নিতে চলেছে। আমাদের ক্ষেত্রে গত ২৩শে নভেম্বর রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে অবিলম্বে ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের দাবি জানিয়ে আমরা পত্র দিয়েছি এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সারা রাজ্যে ২৪ নভেম্বর '১৫ প্রতিটি অফিসে অফিসে টিফিন বিরতিতে বিক্ষোভের কর্মসূচী সংগঠিত করা হয়েছে। বিক্ষোভ সভাগুলিতে কর্মচারীদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী অক্টোবরে পে-কমিশন গঠন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রক্ষা করেননি। অবশেষে ২৭শে নভেম্বর পে-কমিশন ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন। ব্যতিক্রমজনকভাবে রাজ্যের মিডিয়াকূল এক্ষেত্রে কর্মচারী স্বার্থে ভূমিকা পালন করেছে। পরবর্তীতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে পুনরায় অফিসে অফিসে ৫ দফা দাবি নিয়ে টিফিন বিরতিতে ১লা ও ২রা ডিসেম্বর বিক্ষোভ ও অবস্থানের কর্মসূচী পালিত হয়েছে এবং ২৯শে ডিসেম্বর একই দাবি নিয়ে জেলা ও কলকাতার ৭টি অঞ্চলে বিক্ষোভ ও কর্মচারী সমাবেশ সংগঠিত হয়েছে। যেখানে কর্মচারীদের বিপুল উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বর্তমানে ৫ দফা দাবির মধ্যে আরও ২টি দাবি অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে—(ক) বেতন কমিশনের বিচার্য বিষয়ের মধ্যে পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অংশের কর্মচারী স্বার্থবাহী সুপারিশসমূহ অন্তর্ভুক্ত কর (খ) বেতন স্কেলের (ব্যাণ্ড পে এবং গ্রেড পে যুক্ত করে) ২৫ শতাংশ ইন্টারিম রিলিফ দিতে হবে (যা ন্যূনতম ২০০০ টাকা)। এই দাবিগুলি নিয়ে আগামী ২৮শে জানুয়ারি '১৬ কলকাতার রানী রাসমণি এ্যাভিনিউতে বেলা ২টার সময় বিশাল কর্মচারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এই সমাবেশে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা মাননীয় শ্রী সূর্য্যকান্ত মিশ্র মহাশয় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকবেন। জীবন-যন্ত্রণা, বঞ্চনা-অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার এই সমাবেশকে প্রতিবাদের ঐতিহাসিক সমাবেশে পরিণত করতে হবে। পরিস্থিতির পরিবর্তন্রে শপথ নিতে হবে সমাবেশ থেকে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা হল পরিস্থিতির পরিবর্তন ছাড়া কর্মচারীদের কোনো বুনিয়াদী দাবি মেটেনি। তাই সমস্ত ভয়ভীতি উপেক্ষা করে নির্ভীক চিত্তে তরাই-থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত সমস্ত কর্মচারী সমাজের উপস্থিতি ঘটুক কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে। খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আক্রমণের ভয়ে ভীত না হয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রামে সামিল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। ইতিহাসের শিক্ষা—অত্যাচারী শেষ কথা বলে না, শেষ কথা বলে জনগণ।

তাই আসুন, অত্যাচার-বঞ্চনার বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের সাথে আমাদের আন্দোলনকে যুক্ত করে ঐক্যবদ্ধ বিশাল আন্দোলন গড়ে তুলি। আগামী ২৮শে জানুয়ারি '১৬ প্রতিটি কর্মচারী বন্ধুর কাছে আবেদন এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে এবং নিজের নিজের জীবিকার উন্নয়নের স্বার্থে ও পরিবারকে রক্ষার উদ্দেশ্যে সমাবেশে উপস্থিত হই।

ধন্যবাদসহ

(মনোজ কান্তি গুহ)
সাধারণ সম্পাদক
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ কর্তৃক প্রচারিত ও
নিও-প্রিন্ট, ২০এ, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।

কর্মচারী বন্ধুদের কাছে

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদকের আবেদন

প্রিয় বন্ধু,

বর্তমান পরিস্থিতিতে জীবন-জীবিকার প্রশ্নে আমরা আজ আক্রান্ত, বঞ্চিত ও অত্যাচারিত। সমাজের চারপাশ অন্ধকারাছন্ন, দমবন্ধকরা পরিবেশ। প্রশাসনের অভ্যন্তরের কর্মচারী হিসাবে কথা বলার অধিকার, প্রশ্ন করার অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘট করার অধিকার এমনকি নবান্ন সহ প্রধান প্রধান প্রশাসনিক দপ্তরে স্কোয়াড, সাধারণ সভা সহ পোস্টার মারার অধিকার কালা কানুন জারী করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সাথে প্রশাসনের সর্বময় প্রধানের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ভেঙ্গে দেওয়ার হুমকি, অর্থাৎ বঞ্চনা, অত্যাচারের পরিমাণ যতই বৃদ্ধি পাক না কেন এরাজ্যে কোন আন্দোলন সংগ্রাম চলবে না। এটাই পরিবর্তনের সরকারের শেষ কথা। অপরদিকে বহু সংগ্রাম আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত অধিকারগুলি একে একে খর্ব করা হচ্ছে। মৃত কর্মচারীর পোষ্যের চাকুরীর সুযোগ আজ কার্যত রদ হতে চলেছে। কনফারমেশনের বিধি বাতিল করে নতুন নিয়োজিত গ্রুপ-সি কর্মচারীদের অর্দ্ধেক বেতন এবং স্থায়ী হওয়ার বিষয়টিকে শর্তকন্টকিত করে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। চুক্তি প্রথায় নিয়োজিত কর্মচারীদের ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত চাকরী এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার সরকারী আদেশ বাতিল করে বছর বছর নবীকরণের (পারফরমেন্স লিংকড) ক্রীতদাস প্রথা চালু করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা পাওয়ার হক্ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের সুপারিশ সরকারের কাছে পেশ করা সত্ত্বেও সেগুলি কার্যকরী না করে ঠান্ডা ঘরে তালা বন্ধ করে রাখা আছে। ওয়ার্কচার্জড কর্মচারীদের ১০ বছর চাকুরীকাল সমাপ্ত হলে স্থায়ী হওয়ার যে আদেশনামা ছিল তা স্থগিত রেখে নয়া আদেশ জারী করে স্থায়ী হওয়ার সুযোগ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। রাজ্য প্রশাসনে বেকার যুবক-যুবতীদের কাজের সুযোগ কেড়ে নিয়ে ষাটোর্দ্ধ কর্মচারীদের পুনর্নিয়োগ করা হচ্ছে। পি এস সি'র মাধ্যমে নিয়োগের সুযোগ খর্ব করা হয়েছে। নিয়োগ নিয়ে পর্বত প্রমাণ দুর্নীতি এখন চর্চার বিষয়। এমনই বহু অর্জিত অধিকার বর্তমান সরকার হরণ করে কর্মচারী স্বার্থবিরোধী আদেশনামা প্রকাশ করে চলেছে। জনগণের কাজের স্বার্থে সুষ্ঠু ন্যায়সঙ্গত বদলী নীতিগুলিকে উপেক্ষা করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সদস্য, নেতা, কর্মী সকলকে দূর-দূরান্তে বদলী করা হচ্ছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি কর্মচারী স্বার্থে সমস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলছে। বর্তমানের এই আক্রমণাত্মক পরিস্থিতির মধ্যেও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের কর্মসূচী রাজ্যের সমগ্র শ্রমিক, কর্মচারীদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য গঠিত সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে। যদিও সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ কর্মচারীদের স্বার্থ তেমনভাবে সুরক্ষিত করেনি। এ যাবৎকালে যতগুলি বেতন কমিশন হয়েছে এবারের বেতন কমিশনে বৃদ্ধির পরিমাণ সর্বনিম্ন। কমিশন ন্যূনতম বেতন ১৮ হাজার টাকা সুপারিশ করেছে কিন্তু জে.সি.এম.-স্টাফ সাইড (কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের মূল সংগঠনগুলির নীতি-নির্ধারক বডি) মেমোরেন্ডামে ন্যূনতম বেতন দাবি করেছে ২৬ হাজার টাকা। সাথে পে-কমিশন কার্যকরী